প্রথম অধ্যায়
উপসমিতি গঠনের প্রাসঙ্গিকতা

পশ্চিমবঙ্গের তিন স্তরের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত। বিগত পঁচিশ বছরে এ রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব শুধু যে পরিমাণে বেড়েছে তাই নয়, গ্রামের মানুষের ভাল থাকার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় সব দায়িত্ব একটু একটু করে এসেছে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর।

এই বিশাল কর্মকান্ড যে শুধু প্রধান, উপপ্রধান বা দু-একজন সদস্যের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়, একথাও ভাবা হচ্ছিল অনেক দিন ধরে। এর জন্য চাই পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভাগ করে নেওয়া যাতে সদস্যরাও বিষয়ভিত্তিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে যাতে সদস্যরাও বিষয়ভিত্তিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌথ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের কাজকর্মকে আরও গতিশীল করতে পারেন।

- অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা
- জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ
- পূর্তকার্য্য ও পরিবহন
- কৃষি, সেচ ও সমবায়
- শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া
- শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ
- বন ও ভূমি সংস্কার
- মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ
- খাদ্য ও সরবরাহ
- ক্ষুদ্রশিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি

এদের বিষয়গুলি সরকারী দপ্তরগুলির বিষয় বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় সরকারের সঙ্গে পঞ্চায়েতের যোগাযোগ পদ্ধতিও সহজ হয়েছে। স্থায়ী সমিতিগুলি আইনী কাঠামোর মধ্যে এবং বাজেট সংস্থান সাপেক্ষে সুষ্ঠুভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। ফলে কর্মে যেমন দক্ষতা ও গতি এসেছে তেমনি বিকেন্দ্রীকরণের নীতিও অনুসৃত হচ্ছে।

কিন্তু নানা কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এতদিন এমন কোন স্থায়ী সমিতি বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান তৈরী করা হয়নি। তবে কাজের সুবিধার জন্য পঞ্চায়েত আইনের ৩২ক ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েতকে তাদের করণীয় কাজগুলিকে কয়েকটি গুচ্ছে বিভক্ত করে সদস্য বিশেষকে অথবা কয়েকজন সদস্যের একটি দলের উপর এক বা একাধিক কর্মগুচ্ছের দায়িত্ব অর্পন করে কাজ করতে বলা হয়েছিল। কিন্ত এ ব্যবস্থায় কিছু অপূর্ণতা ছিল যেমন: -

(ক) এই গুচ্ছ বিভাজন আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ছিল না, ছিল না বিভাজনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও ফলে সব গ্রাম পঞ্চায়েতে এই বিভাজনের সাধারনীকৃত রূপের নিশ্চয়তা ছিল না।

(খ) সদস্য বিশেষের হাতে কোন কাজের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যস্ত হওয়া গণতান্ত্রিক রীতি বিরুদ্ধ।

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েত তার ইচ্ছামতো দায়িত্ব প্রাপ্ত দলগুলির পূণর্গঠন করতে পারতো অথবা ন্যস্ত কর্মের পূনর্বিন্যাস করতে পারতো ফলে দলগুলির গঠনমুখী পরিকল্পনা গ্রহণে অনিশ্চয়তার পরিবেশ থাকতো।

(ঘ) ঐ দলগুলির হাতে কোন অর্থনৈতিক ক্ষমতা না থাকায় তার অর্থসংস্থানের ব্যাপারে প্রধানের উপরই নির্ভরশীল ছিল।

(ঙ) ঐ দলগুলির মিটিং এর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল না আইনে। ফলে কোন দল কতগুলি মিটিং করল বা করবে সে বিষয়ে কোন স্থিরতা ছিল না।

বর্তমানে পঞ্চায়েত আইনের ঐ ৩২ক ধারা সংশোধন করে পাঁচটি উপসমিতি গঠন করা হয়েছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মতালিকাটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিভক্ত করে প্রতি বিভাগকে এক একটি উপসমিতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। বিভাগগুলি প্রায় জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির আদলে হওয়ায় ঐ ঐ বিষয়গুলি ব্যাপারে তিন স্তরের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনে সুবিধা হয়েছে। এখন কোন একজন সদস্যের হাতে কোন উপসমিতির দায়িত্ব ন্যস্ত করার বিধান নেই। গ্রাম পঞ্চায়েত ইচ্ছা করলেই উপসমিতিগুলির কাঠামো পরিবর্তন করতে পারবে না। ফলে তাদের কর্মপরিকল্পনা ধারাবাহিকতায় অনিশ্চয়তা থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা অন্য উপসমিতিগুলির সঞ্চালকগণ অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির বাধ্যতামূলক সদস্য হওয়ায় অর্থসংস্থান ও বরাদ্দের ব্যাপারে প্রতিটি উপসমিতি সমানাধিকার ভোগ করবে। এটাও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে একটা বিশেষ পদক্ষেপ। এখন বাজেট বরাদ্দের মধ্যে উপসমিতির পরামর্শ মত অর্থবরাদ্দ করা প্রধানের পক্ষে প্রায় বাধ্যতামূলক। এছাড়াও ৩২ক ধারায় গঠিত দলগুলিতে সরকারী আধিকারিক এবং অন্য বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। ফলে ঐ দলগুলির পক্ষে সময়মতো এবং প্রয়োজনমতো পরামর্শ পাবার নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু এখনকার উপসমিতিগুলিতে আনুষ্ঠানিকভাবেই তাঁদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ফলে উপসমিতিগুলির কাজকর্মে গতি ও দক্ষতা বাড়বে।

অর্থাৎ একদিকে সরকারের বিশেষজ্ঞ আধিকারিক অন্যদিকে গ্রামের মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই আরও মজবুত হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিত্তি, স্থানীয় উন্নয়ন স্থানীয়ভাবেই করে ফেলা যাবে এবং প্রধান বা উপপ্রধান এতকাল যে দায়িত্ব একক বা যুগ্মভাবে পালন করতেন তা আরও দ্রুত এবং সুষ্ঠুভাবে করা যাবে এই দায়িত্ব অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেবার ফলে।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই উপসমিতির গঠন ও দায়-দায়িত্বের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
উপসমিতির গঠন, ক্ষমতা, দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য

আগেই বলা হয়েছে যে, ত্রিস্তর পঞ্চায়তে ব্যবস্থায় মানুষের সবচেয়ে কাছের সংগঠন হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেই কাজের চাপ সবচেয়ে বেশী। এই স্তরে কাজ এবং দায়িত্ব ও ভাগ করে নেওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আইনে উপসমিতি গঠন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট পাঁচটি উপসমিতি থাকবে। এগুলি হোল: (১) অর্থ ও পরিকল্পনা, (২) কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ, (৩) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য, (৪) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ, (৫) শিল্প ও পরিকাঠামো। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত মনে করলে রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে অতিরিক্ত উপসমিতি গঠন করতে পারে।

উপসমিতির গঠন: -

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম সভার (সরকারীভাবে ডাকা) তিন মাসের মধ্যে উপসমিতি গঠন করতে হবে। উপসমিতির সদস্য হবেন-

(১) প্রধান ও উপপ্রধান (পদাধিকার বলে) এবং

(২) গ্রাম পঞ্চায়েতে সরাসরি নির্বাচিত সদস্য এবং পদাধিকার বলে সদস্যদের (পঞ্চায়েত সমিতির) মধ্যে থেকে অনাধিক তিনজন।

এই তিনজনকে নির্বাচিত করতে হবে সরকারীভাবে ডাকা একটি সভায়।

তবে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির জন্য কোনো সদস্য নির্বাচিত হবেন না। অন্যান্য উপসমিতির সঞ্চালকরাই অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির পদাধিকার বলে সদস্য হবেন।

এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে দলের সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হবে, সেই দলের নেতা অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির পদাধিকার বলে সদস্য হবেন।

যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে দুই বা তার বেশী স্বীকৃত জাতীয় দল বা রাজ্য দলের বিরোধী সদস্য সংখ্যা সমান হয় তবে যেক্ষেত্রে ভারতের নির্বাচন কমিশন জাতীয় ও রাজ্য দলের যে ক্রমবিন্যাস ঠিক করে দেবেন, তা অনুসরন করে জাতীয় দলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

যদি কোনো স্বীকৃত বিরোধী দলের সদস্য না থাকেন সে ক্ষেত্রে সরাসরি নির্বাচিত বয়জ্যেষ্ঠ বিরোধী নির্দল সদস্য অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির পদাধিকারবলে সদস্য হবেন।

এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে রাজ্য সরকার আদেশ করে কোনো উপসমিতির সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন।

নারী শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যান উপসমিতির অর্ধেক সদস্য হবেন মহিলা।

উপসমিতির সদস্য সংখ্যা: -

প্রত্যেক উপসমিতির নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা হবে এইরকম:

পঞ্চায়েতের সদস্যসংখ্যা	পদাধিকারবলে (পঞ্চায়েত সমিতির) সদস্যসহ গ্রাম উপসমিতির সদস্য
(ক) ১০ এবং তার কম	১
(খ) ১১ থেকে ২০	২
(গ) ২১ এবং তার বেশী	৩

প্রধান এবং উপপ্রধান ছাড়া অপর কোনো সদস্য একসাথে দুটির বেশী উপসমিতির সদস্য হবেন না।

সঞ্চালক: -

প্রত্যেক উপসমিতির জন্য একজন সঞ্চালক নির্বাচিত হবেন। উপসমিতির সদস্য নির্বাচনের এক সপ্তাহের মধ্যে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি বাদে অন্যান্য উপসমিতির সদস্যরা (কোন নির্বাচিত) একটি সভায় (সরকারীভাবে ডাকা) নিজেদের মধ্যে থেকে একজন সদস্যকে সঞ্চালক নির্বাচিত করবেন।

প্রধান, অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি এবং অপর যে কোনো একটি উপসমিতি ছাড়া অনো কোনো উপসমিতির সঞ্চালক হবেন না।

নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যান উপসমিতির সঞ্চালক হবেন একজন মহিলা।

সঞ্চালক অথবা সদস্যের পদত্যাগ: -

সঞ্চালক অথবা উপসমিতির কোনো সদস্য লিখিতভাবে প্রধানের কাছে পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে পারেন। ঐ পদত্যাগপত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী সভায় গৃহীত হলে ঐ উপসমিতির সঞ্চালকের পদ শূণ্য হবে।

আকস্মিক শূন্যতা: -

সঞ্চালক অথবা উপসমিতির কোনো সদস্যপদে পদত্যাগ। মৃত্যু অথবা অন্য কোনো কারণে শূন্যতা দেখা দিলে ঐ উপসমিতির সদস্যরা প্রথম উপসমিতি গঠনের বা সঞ্চালক নির্বাচনের নিয়মেই ঐ শূন্যপদ পূরণ করবেন। যিনি এইভাবে এইভাবে নির্বাচিত হবেন, তিনি পঞ্চায়েতের কার্যকালের অবশিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করবেন।

উপসমিতির ক্ষমতা: -

প্রত্যেক উপসমিতি তার নিজস্ব বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেটের সীমার মধ্যে প্রকল্প প্রনয়ন ও রূপায়ন করবে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর কোনো উপসমিতিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে দায়িত্ব দেবে উপসমিতি ঐ সেই দায়িত্ব পালন করবে।

এই কাজ করতে গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে উপসমিতির যে আর্থিক সীমা নির্দিষ্ট করবেন উপসমিতিকে সেই সীমার মধ্যেই প্রকল্প বা কাজকর্ম রূপায়ন করতে হবে।

প্রত্যেক উপসমিতি তার আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূত প্রতিটি খরচের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের আছে সুপারিশ সহ দাখিল করবে এবং এক্ষেত্রে উপসমিতির দায়িত্ব হবে সেই সকল বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত মেনে কর্মসূচী রূপায়ন করা।

কর্মসূচী রূপায়নের আগে প্রত্যেক উপসমিতি অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির আর্থিক অনুমোদন নেবে।

কোনো উপসমিতিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত যে যে বাজেট বরাদ্দ করবে, উপসমিতি সেই বাজেট বরাদ্দ কোনো ভাবেই পরিবর্তন করতে পারবেন না।

উপসমিতির দায়িত্ব ও কর্তব্য: -

যখন রাজ্য সরকারের কোনো বিভাগ অথবা জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ থেকে কোনো কর্মসূচী রূপায়ন করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট উপসমিতিকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প রূপায়নের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রনয়নের দায়িত্ব দেবে। এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট উপসমিতিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারে কিভাবে ঐ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে উপসমিতি সেই নির্দেশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের বা সংশ্লিষ্ট

কর্মচারীর সাহায্য নিয়ে প্রকল্প ও প্রাককলন প্রস্তুত করে কর্মসূচী রূপায়ন করবে।

উপসমিতির সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক

উপসমিতির নাম	সংশ্লিষ্ট আধিকারিক
অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক, গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব, রাজস্ব পরিদর্শক।
কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়ক, প্রাণী সম্পদ বিকাশ সহায়ক, কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক, মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক (আমন্ত্রিত সদস্য)।
শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক, স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক, মহিলা স্বাস্থ্য সহায়ক, সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প তত্ত্বাবধায়ক, গ্রাম শিক্ষা সমিতির সভাপতি (আমন্ত্রিত সদস্য), শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পরিচালন সমিতির সভাপতি (আমন্ত্রিত সদস্য), গ্রামীণ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহকারী ধাত্রী সেবিকা (আমন্ত্রিত সদস্য)।
(ঘ) নারী শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা (আমন্ত্রিত সদস্য) সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক (আমন্ত্রিত সদস্য)।
(ঙ) শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মসহায়ক বা নির্মাণ সহায়ক, রাজস্ব পরিদর্শক।

উপসমিতির সচিব: -

গ্রাম পঞ্চায়েতের বা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ কর্মের সঙ্গে যুক্ত কোনো কর্মচারী উপসমিতির সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এবিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় বিভিন্ন উপসমিতির সচিব নির্দিষ্ট করতে হবে। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবই অর্থ ও পরিকল্পনা এবং যে উপসমিতির সচিবের পদ শূন্য হবে সেই উপসমিতির সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

উপসমিতি যে যে বিষয় নিয়ে কাজ করবে

উপসমিতি	বিষয়
অর্থ ও পরিকল্পনা	অর্থ, বাজেট, হিসাব নিরীক্ষা, কর, সম্পদ সংগ্রহ, সংস্থা, অফিস পরিচালনা, গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা প্রনয়ন, বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ন ও তদারকি, পরিকল্পনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদ ও তথ্যভান্ডার প্রস্তুত, দুর্যোগ মোকাবিলা, হাট, বাজার, ফেরী পরিচালনা, অন্যান্য উপসমিতির কাজের সমন্বয় এবং অন্যান্য কাজ যা অন্য কোনো উপসমিতিকে দেওয়া হয়নি।
কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ	কৃষি, সব্জি ও ফলচাষ, সেচ, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, মৎস্য, দলবিভাজিকা উন্নয়ন, সমবায়, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প।
শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য	সাক্ষরতা প্রচার ও প্রসার, শিশুশিক্ষা কর্মসূচী, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচী, জনশিক্ষা গ্রামীণ গ্রন্থাগার, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান, গ্রামীণ জল সরবরাহ, গ্রামীণ ডিসপেনসারি ও ক্লিনিক পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী।
নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ	স্বনির্ভর দল, স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প। জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প, নারী ও শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকল্প।
শিল্প ও পরিকাঠামো	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, গ্রামীণ কারিগরি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, ইন্দিরা আবাস যোজনা, গ্রামীণ সড়ক ও গৃহনির্মাণ।

তৃতীয় অধ্যায়
উপসমিতির সভা

উপসমিতির সভাগুলি হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য্যালয়ে। প্রতি দুই মাস অন্ততঃ একটি সভা ডাকতে হবে। তবে প্রয়োজন হলে উপসমিতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধানকে জানিয়ে রেখে একাধিক সভাও করা যেতে পারে। সভার তারিখ এবং সময় ঠিক করবেন সঞ্চালক।

যদি কোনো কারণে সঞ্চালক সভা ডাকতে না পারেন তবে প্রধান সেই উপসমিতির সভা ডাকবেন। কিন্তু প্রধান পরপর তিনটির বেশী সভা ডাকতে পারবেন না।

সভার আলোচ্য সূচী: - সঞ্চালকের সঙ্গে আলোচনা করে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব সভার আলোচ্যসূচী ঠিক করবেন। প্রয়োজনে সঞ্চালক লিখিতভাবেও এ বিষয়ে সচিবকে নির্দেশ দিতে পারেন।

এক্ষেত্রে প্রত্যেক সভারই প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি পর্য্যালোচনা করা।

সভার নোটিশ: -

সভার দিনক্ষণ, আলোচ্যসূচী সম্বলিত নোটিশ স্বাক্ষর করবেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট উপসমিতির সচিব এবং তা বার্তাবহ অর্থাৎ পঞ্চায়েত কর্মীদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কাছে পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারন সভার নোটিশ বিলি করার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এক্ষেত্রেও তাই করতে হবে। সভার নোটিশের একটি কপি গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশবোর্ডেও ঝুলিয়ে দিতে হবে, যে তারিখে নোটিশটি স্বাক্ষর করা হচ্ছে সেই তারিখেই।

সাধারনভাবে সাতদিনের নোটিশে সভা আহ্বান করতে হবে। তবে জরুরী সভা তিন দিনের নোটিশে ডাকা যাবে। জরুরী সভায় একটি বিষয়ই আলোচ্যসূচী হিসাবে রাখা যাবে।

কোরাম: -

নির্বাচিত অন্ততঃ দুইজন সদস্য উপস্থিত থাকলে তবেই সভার কোরাম হবে এবং সভার কাজ শুরু করা যাবে।

সভা কখন মূলতবী হবে: -

প্রধানতঃ দুটি কারণে সভা মূলতবী হতে পারে। প্রথমতঃ যদি দেখা যায় যে কোনো একজন সদস্য সভার নোটিশ পাননি, এবং দ্বিতীয়তঃ সভা শুরুর নির্দ্ধারিত সময়ের আধঘন্টা পরেও কোরাম না হয়।

ঐ সভা সাতদিন পরে আর একটি তারিখ এবং সময়ে (যা সঞ্চালক স্থির করে দেবেন) একই স্থানে একই আলোচ্যসূচী নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

সভার সভাপতি: -

উপসমিতির সব সভাতেই সভাপতিত্ব করবেন সঞ্চালক। কোনো কারণে তিনি উপস্থিত না থাকলে অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে একজন সভাপতিত্ব করবেন।

সভার হাজিরা বই: -

প্রত্যেক উপসমিতির জন্য সভার একটি হাজিরা বই রাখতে হবে। এই হাজিরা বইতে সকল সদস্যই স্বাক্ষর করবেন বা বাঁ হাতে বুড়ো আঙুলের টিপ দেবেন।

সভার কার্য্যবিবরণী: -

সভার কার্য্যবিবরণী লিখতে হবে এই উদ্দেশ্যে রাখা একটি নির্দিষ্ট রেজিস্টারে এবং সভা শেষ হবার আগেই তা উপস্থিত সকলকে পড়ে কেনাতে হবে। সবশেষে সভার সভাপতি সেই কার্য্যবিবরণী স্বাক্ষর করবেন।

সভার কার্য্যবিবরণী লিখবেন উপসমিতির সচিব অথবা পঞ্চায়েতের সচিব তাদের কেউ না থাকলে সঞ্চালকের নির্দেশ অনুযায়ী অপর কোনো কর্মচারী কিংবা সংশ্লিষ্ট উপসমিতির কোনো সদস্য এই দায়িত্ব পালন করবেন।

কার্য্যবিবরণী লিখতে হবে বাংলা ভাষায়। পার্থক্য এলাকায় নেপালী ভাষাতেও লেখা যাবে।

সিদ্ধান্ত নেবার পদ্ধতি: -

আলোচ্য বিষয়গুলিতে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হতে হবে। কোনো বিষয়ে মতবিরোধ/বা দ্বিমত থাকলে সেই বিষয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই গৃহীত হবে।

উপসমিতির সভার হাজিরা খাতার নিদর্শ

(১) সভার তারিখ_____

(২) সভার স্থান_____

(৩) সভার সময়_____

(৪)কি ধরনের সভা _____সাধারন/ বিশেষ/ জরুরী

সদস্যদের নাম	সদস্যের স্বাক্ষর /টিপসই	উপস্থিত হবার সময়	যার দ্বার প্রত্যয়িত (নিরক্ষর সদস্যের ক্ষেত্রে)

- অপ্রযোজ্য অংশ কেটে দিন।

উপসমিতির সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ

.....উপসমিতি

প্রতি

_____

_____

মহাশয়,

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনার জন্য উপসমিতির পরবর্তী সভা আগামী_____তারিখে সকাল/ বিকাল_____টার সময় _____(স্থান) -এ অনুষ্ঠিত হবে।

আপনাকে ঐ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভবদীয়,

আলোচ্য বিষয়:

(১) _____

(২) _____

(৩) _____

সচিব,

উপসমিতি/ গ্রাম পঞ্চায়েত

উপসমিতির জরুরী সভার বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ

.....উপসমিতি

প্রতি

_____

_____

মাননীয়,

নিম্নিলিখিত বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে আলোচনার জন্য উপসমিতির পরবর্তী সভা আগামী_____তারিখ সকাল/ বিকাল_____টার সময়_____(স্থান)-এ অনুষ্ঠিত হবে।

আপনাকে ঐ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভবদীয়,

আলোচ্য বিষয়:

(১) _____

তারিখ: সচিব,

উপসমিতি/ গ্রাম পঞ্চায়েত

চতুর্থ অধ্যায়
উপসমিতির কাজকর্মের পদ্ধতি

গ্রাম পঞ্চায়েতের এখন অনেক বাড়তি কাজের চাপ। যেমন, এলাকার শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের মূল বিষয়গুলি বোঝা এবং সবাইকে সামিল করা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখা, এলাকার শিশুমৃত্যু রোধ করা, সমস্ত শিশুর জন্য রোগ প্রতিষেধক টীকার ব্যবস্থা করা, শিশুদের অপুষ্টি দূর করা, এলাকায় ডায়রিয়া রোধ করা, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা, বিদ্যালয়ছুট শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করা ইত্যাদি। এর সঙ্গে আছে প্রথাগত কিছু উন্নয়নের কাজ। যেমন এলাকার রাস্তাঘাট, বিদ্যালয় গৃহ ইত্যাদি সংস্কার, দারিদ্র্যদূরীকরণ কর্মসূচী রূপায়ন, গ্রামীণ আবাসন ইত্যাদি।

একদিক থেকে দেখতে গেলে এইসব কাজকর্মের কতকগুলি যেমন সরাসরি রূপায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর, তেমনি কতকগুলি দায়িত্ব পালনের জন্য রয়েছে সরকারী কয়েকটি দপ্তর। পঞ্চায়েত সেখানে সমন্বয়ের কাজটা করে থাকে। এই সমন্বয় বা রূপায়ন যে কাজটাই পঞ্চায়েত করুকনা কেন এগুলিকে যদি উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কর্মসূচী হিসাবে দেখা হয় তো তার রূপায়ন হবে একরকম আর যদি নীচেকার চাহিদার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবা হয় তবে তার রূপায়ন হবে আর এক রকম।

আমাদের চলতি ভাবনায় আমরা এতকাল পঞ্চায়েত বেশীর কাজকেই দেখেছি ন্যস্ত দায়িত্ব হিসাবে। ফলে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে সবচেয়ে উদ্বেগ এসেছে দ্রুত সরকারী অর্থ ব্যয় করে তার সদ্ব্যবহার পাঠানোর বিষয়ে। তাই যে কাজগুলো পঞ্চায়েত করছে তার কতটা এলাকার আসল সমস্যাগুলো মেটাতে পারছে বা সেই কাজে এলাকার মানুষকে কতটা পাওয়া যাচ্ছে কিম্বা এলাকায় যে সব সম্পদ রয়েছে (যেমন গাছপালা, নদী, অরন্য, পশু, পাখী কিম্বা মানুষ) তাদেরই বা কতটা কাজে লাগানো যাচ্ছে এনিয়ে চিন্তাভাবনার খুব বেশী অবকাশ পাওয়া যায়নি। আবার যখন খুব দ্রুত উপর থেকে কোনো কর্মসূচী রূপায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিম্বা হঠাৎ করে কোনো একটি প্রকল্পে কিছু উপভোক্তা বেছে দিতে বলা হয়েছে তখনও দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে, এই চয়ন বা নির্বাচন কোথাও কোথাও হয়েছে একপেশে। হয়ত আর একটু খুঁজলে যাদের নাম পাঠানো হলো তাদের চেয়েও জরুরী কিছু নাম পাওয়া যেত। এ সবের কারণ হোল হাতের কাছে পঞ্চায়েতের কর্মসূচী প্রনয়নের মত তথ্যভান্ডার না থাকা। আর একটু অন্যভাবে বললে যেটা দাঁড়ায় তো হোল সরকারী কর্মসূচী রূপায়নের বদলে পঞ্চায়েতের কর্মসূচীতে সরকারী কর্মসূচীতে কাজে লাগানো।

উপসমিতির গঠনের উদ্দেশ্য তাই নিছক প্রধানের ক্ষমতা ও দায়িত্বকে ভাগ করে নেওয়া বা নতুন কিছু ক্ষমতার আনন্দে মেতে ওঠা নয়, উপসমিতির আসল উদ্দেশ্য হোল এই সরকারী কর্মসূচীর সঙ্গে পঞ্চায়েতের কর্মসূচীর মিল ঘটানো, কর্মসূচীর অগ্রাধিকার ঠিক করা, কর্মসূচী রূপায়নে সরকারী সাহায্যের পাশাপাশি স্থানীয় সম্পদ ও সম্ভাবনার খতিয়ান তৈরী করা এবং এই সব কাজের সমন্বয় ঘটানোর জন্য স্থানীয় উৎসাহী মানুষজনকে কাজে লাগানো।

উপসমিতির তথ্যভান্ডার: - কোন উপসমিতির কী কাজ সে বিষয়ে আগের অধ্যায়ে একটি ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে। ঐ বিষয়গুলিতে যেমন সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে পঞ্চায়েতে প্রতিদিন অনেক চিঠিপত্র আসে তেমনি আবার এলাকার মানুষজনের কাছ থেকেও অনেক কাগজপত্র পাওয়া যায়। গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত চিঠিপত্রই সবার আগে দেখেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। তাঁর কাজ হোল কোন চিঠিটি কোন উপসমিতি সংক্রান্ত তা আগে ভাল করে বুঝে

নেওয়া, প্রয়োজনে পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের সাহায্যে নেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট চিঠিটি সংশ্লিষ্ট সঞ্চালকের কাছে পাঠানো। আবার অনেক সময় এমনও হতে পারে যে কোনো উপসমিতির সঙ্গে যুক্ত কোনো আধিকারিক/কর্মচারী তাঁর দপ্তরগতভাবে একটি চিঠি পেয়েছেন, যা আলোচনা করতে হবে উপসমিতির সভায়। এইসব চিঠিপত্র একত্রিত করেই সঞ্চালককে তৈরী করতে হবে উপসমিতির আলোচ্যসূচী।

এই আলোচ্যসূচীর কোনোটি হয়ত চট্‌জলদি সমাধান করা যাবে আবার কোনোটি একটু দীর্ঘমেয়াদী। কোনোটির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা সামগ্রী হয়ত ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েতে মজুদ আছে আবার কোনোটির জন্য এই অর্থ বা সামগ্রী কিম্বা উদ্যোগ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ বা সৃষ্টি তৈরী করার দরকার হতে পারে। কিন্তু যে কাজই হোক না কেন, মনে রাখা দরকার হঠাৎ করে খাবলে নিয়ে কিছু কর্মসূচী রূপায়ন করলে দ্রুত পঞ্চায়েতের অর্থ ব্যয় হতে পারে, স্থায়ী সমস্যার সমাধান হবে না। তাই সবার আগে দরকার উপসমিতির বিষয়ভিত্তিক সমস্যা ও সম্ভাবনার একটি তথ্য তালিকা। ধরা যাক শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতির কথা। সরকারীভাবে একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য প্রবহমান শিক্ষা কেন্দ্র খোলার একটি কোটা বেঁধে দেওয়া হোল এবং বলা হোল আগামী সাতদিনের মধ্যে ঐ কেন্দ্র খুলে উপরে জানাতে হবে। প্রশ্ন হোল উপসমিতি কি ঐ বেঁধে দেওয়া কেন্দ্রগুলিতেই সন্তুষ্ট থাকবে না কি এলাকার চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্রের সংখ্যা ঠিক করবে এবং সরকারকে সেই অনুযায়ী অনুমোদন দেবার কথা বলবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হোল যদি এলাকার চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্র খুলতে হয় তবে জানতে হবে কোথায় কোথায় নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বেশী, কোথায় কেন্দ্র খুললে তা বাস্তবে চালু থাকবে এবং কেন্দ্র চালাবার উপযোগী স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাবে। এরকম সমস্যা স্বাস্থ্য নিয়েও হতে পারে। গর্ভবতী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য নিয়ে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান নিয়ে কিম্বা গ্রামে শৌচাগার নির্মাণ নিয়ে। যে বিষয়েই হোক না কেন যদি হাতে গরামের ঐ বিষয়গুলোর ছবিটা আঁকা থাকে তবে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য একে তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না অহেতুক বিলম্ব এড়ানো যাবে এবং কাজ হবে দ্রুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

উপসমিতির সিদ্ধান্তই গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত: -

কোনো উপসমিতি সাধারনভাবে কোনো বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত। পরবর্তীতে বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারন সভায় অবগত করতে হবে। উপসমিতি যে বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবে তা রূপায়নের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে উদ্যোগ নিতে হবে। উপসমিতির সভা পরিচালনা থেকে তার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা সব বিষয়েই গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীরা প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করবেন। এক্ষেত্রে সঞ্চালকের কাজ হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং সিদ্ধান্তগুলি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে উপসমিতির অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত তদারকি করা।

সঞ্চালকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হোল তার উপসমিতির কাজকর্মের একটি মাসিক প্রতিবেদন প্রধানের কাছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে সাধারন সভায় দাখিল করা।

উপসমিতিকে এটাও মনে রাখতে হবে যে তারা সাধারনভাবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না যা রূপায়ন করতে অর্থ উপসমিতি বা ব্যাপক অর্থে গ্রামপঞ্চায়েতকেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে লিখিতভাবে প্রধান বা গ্রাম পঞ্চায়েতের মতামত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই নিতে হবে। তবেই কাজ হবে দ্রুত অথচ নিয়ম মাফিক।

পাঁচটি উপসমিতি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচটি ইন্দ্রিয়, যা সচল থাকলে গোটা গ্রাম পঞ্চায়েতই সচল থাকবে।

পঞ্চম অধ্যায়

নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ উপসমিতি

গ্রামের মানুষ যেখানে নিজেদের উন্নতির জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন নিজেরা তদারকি করেছেন, কাজের ভালো-মন্দের হিসাব রেখেছেন, সেখানে কাজের পুরো ফসল তাঁরা ঘরে তুলেছেন । এ তো আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা। কাজেই গ্রামের মানুষকে সরাসরি গ্রামের উন্নতির জন্য ভাবনা চিন্তা কাজকর্ম করতে হবে - আর এই প্রক্রিয়ায় সহায়কের কাজ করবে পঞ্চায়েত, সরকারি দপ্তর আর নানারকম অসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। গ্রামের মানুষের সবচেয়ে কাছের লোক হিসেবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের কাজ ছিল, দুপক্ষের মেলবন্ধনের। অর্থাৎ এলাকার চাহিদা অনুযায়ী, হয় চালু সরকারী কর্মসূচীর সহায়তা নেওয়া, না হলে অন্য কোনভাবে চাহিদার সমাধান করা। এই কাজটা একজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিং ছাড়া অন্যকোন নির্দিষ্ট আইনগত কাঠামোর মধ্যে থেকে করতেন না। এর জন্য অনেকক্ষেত্রে অসুবিধেও ঘটত। মূলতঃ এই অসুবিধাগুলো কাটানোর জন্য এবং প্রতিটি সদস্যকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে পঞ্চায়েতের পুরো কাজের পরিধিতে তাদের ইতিবাচক, অর্থবহ এবং বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের জন্যই ভাবা হয়েছে উপসমিতির কথা। আর গ্রাম পঞ্চায়েতে এখন উপসমিতি হওয়ার দরুন, পঞ্চায়েতের বাকি দুটি স্তরের বিষয়ভিত্তিক স্থায়ী সমিতিগুলোর সঙ্গে একটি কাঠামোগত সম্পর্ক তো স্থাপিত হলই আলোচনার পরিধিকে ছড়িয়ে দিলে যে উন্নততর বোধের বিকাশ ঘটে সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোরও সুযোগ পাওয়া গেল।

এখন গ্রামের মানুষ বলতে তো কেবল পুরুষরাই নয়। গ্রামে মহিলা- পুরুষ দুজনেই রয়েছেন। আর রয়েছে গ্রামের ছোট ছোট শিশুরা, আমাদের ভবিষ্যত। অবস্থা অনেক পাল্টালেও, স্বীকার করতে বাধা নেই যে গ্রামের মহিলাদের অবস্থা এখনো ততটা ভালো নয়। সব ক্ষেত্রেই তারা পুরুষদের তুলনায় পিছুয়ে আছে। নারী ও পুরুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষন্যে দ্রুত দূর করার জন্য এই উপসমিতিকে বিশেষভাবে চেষ্টা হতে হবে। নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত হওয়া ও রোজগারের সুযোগ পাওয়া পুরুষদে সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করার মাধ্যমে এই বৈষম্যগুলি দূর করতে হবে। যে সামাজিক কারণগুলি এই বৈষম্যের জন্য দায়ী তা বুঝতে হবে এবং তা দূর করার জন্য সামাজক আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে এবং সরকারী বাইরে ও স্থানীয় উদ্যোগ নিতে হবে। গ্রামের শিশুদের অবস্থার উন্নতিরও প্রভূত জায়গা রয়েছে। আবার আমরা যদি সংবিধান বা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের নির্দিষ্ট বিধানের দিকে লক্ষ্য রাখি, তাহলে দেখব যে, যে কোন স্তরের পঞ্চায়েতের প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ হলো, সামাজিক সুবিচার ও অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে পরিকল্পনা তৈরী করা এবং তার রূপায়ন করা। এই পরিকল্পনায় গ্রামের মহিলা এবং শিশুদের উন্নতির কথা নির্দিষ্টভাবে ভাববে নারী শিশু ও সমাজকল্যান উপসমিতি।

গঠন: - অন্য সব উপসমিতির সঙ্গে এই উপসমিতির একটি গঠনগত পার্থক্য রয়েছে। এই উপসমিতির অন্তত অর্ধেক সদস্য হবেন মহিলা এবং উপসমিতির সঞ্চালক অতি অবশ্যি হবেন গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন মহিলা সদস্য।

কাজ: - আইনগতভাবে দেখতে গেলে, বিধি নির্দেশের মাধ্যমে এই উপসমিতিকে কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই উপসমিতি, এলাকায়, স্বনির্ভর দল, সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প, জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প, স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজন্য, প্রভৃতি নির্দিষ্ট নারী ও শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির দেখাশোনা করবে। তবে এটাতো কিছুতেই ভুললে চলবে না, যে কেবলমাত্র প্রকল্পের মাধ্যমেই এলাকার উন্নতি হবে না - উন্নতির তাগিদ আসতে হবে মানুষের ভেতর থেকে, আর এই উপসমিতির মূল এবং প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের ভেতরে এই তাগিদটা সৃষ্টি করা, আর যেখানে যেখানে চাহিদা তৈরী রয়েছে সেখানে সরকারী প্রকল্পগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। খেয়াল রাখতে হবে, উপসমিতির কাজ কেবল পঞ্চায়েত অফিস বসে মাসে একটা মিটিং করা নয়, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রকল্পগুলির কাজ সঠিকভাবে চলছে কিনা তার খোঁজখবর

রেখে, নির্দিষ্ট আধিকারিকদের সাহায্যে তার প্রতিবিধান করা।

তথ্যের প্রয়োজনীয়তা ও কাজের প্রক্রিয়া: - যে কোন কাজ করতে গেলে আমাদের তথ্যের দরকার হয়। অর্থাৎ যে কাজটি করছি বা করতে চলেছি সেখানে আমাদের অবস্থা কি, আর আমাদের লক্ষ্যই বা কি? এই দুটি বিষয়ে নির্দিষ্ট ধারনা না থাকলে কিন্তু আমরা কোন কাজ করতেই পারব না।

নারী ও শিশু উন্নয়নের কতকগুলি সূচকে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা

(১) ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী দেখা গেছে যে প্রতি এক হাজার জীবিত শিশু জন্মের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৫৩জন এক বছর হওয়ার আগে মারা যায়। জাতীয় স্তরে ২০০৭ সালের মধ্যে এই সংখ্যাকে কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে ৪৫এ।

(২) ৯৮-৯৯ সালে স্বাস্থ্যসমীক্ষায় দেখা গেছে যে গুরুতর ছয়টি রোগের বিরুদ্ধে শিশুদের টীকাকরণের হার ৪৩.৮০ শতাংশ (NFHS - 2 Survey report)। জীবিত সমস্ত শিশুকে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করতে হবে।

(৩) ২০০১-২০০২ সালের সমীক্ষায় দেখা গেছে কেবলমাত্র ৮৯.২২% শতাংশ মায়েরা প্রসবের সময় চিকিৎসকের ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সহায়তা পান। এই সাহায্য কি সমস্ত প্রসূতি মায়ের পাওয়ার কথা নয়।

(৪) ৯৮-৯৯ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি হয়েছিল তার মধ্যে ৮৯.২২শতাংশ ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয় ছেড়ে গেছে। যদি প্রথম শ্রেণী থেক দশম শ্রেণী পর্যন্ত ধরা হয় তাহলে এই সংখ্যা অনেক বেশী।

(৫) এক লক্ষশিশুর জন্ম দিতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী মারা যান ২৬৬জন মা। ২০০৭সালের মধ্যে এই সংখ্যাকে ২৫'র নীচে নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

(৬) ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী গ্রামীন এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার সম্বলিত পরিবারের সংখ্যা ২৬-৯৩% ভবিষ্যতে গ্রামীন সমস্ত পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

(৭) গ্রামীণ মহিলাদের সাক্ষরতার হার ৫৩.৮২%, শহরে এই হার ৭৬.১৪%? কোন পরিবারের মহিলারা এখনো নিরক্ষর।

আর তথ্য জোগাড় করতে পারলেই কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হলো না। সেই তথ্যকে ব্যবহার করার কাজটা জানতে হবে শিখতে হবে। আর শিখতে হবে এলাকার চাহিদা অনুযায়ী সরকারী প্রকল্পকে ব্যবহার করার ধরন। যেমন ধরা যাক আপনাদের পঞ্চায়েত এলাকার কোন একটি বা দুটি গ্রামে বেশীর ভাগ মেয়েরা পঞ্চম শ্রেণীর পর আর বিদ্যালয় যায় না। এর কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যেতে পারে যে: -

(১) ঐ মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

(২) পরিবারের আর্থিক অসঙ্গতির জন্য মেয়েটি কোন অর্থকরী কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে, যেখানে আবার সঠিক মজুরী ইত্যাদির সমস্যা রয়েছে।

(৩) বিদ্যালয়ে শৌচাগার না থাকার জন্য, অসুবিধে হওয়ায় মেয়েটি বিদ্যালয়ে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

(৪) বিদ্যালয়ের পরিবেশ বা যাতায়াতের রাস্তার পরিবেশ এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে যেখানে মেয়েটি বিদ্যালয় যেতে উৎসাহবোধ করছে না।

এ'রকম নানা কারণে মেয়েরা বিদ্যালয়ের পড়া ছেড়ে দিচ্ছে - এছাড়াও আরো নানা কারণ থাকতে পারে, সেগুলো খুঁজে বার করা যেতে পারে।

এখন আমরা যে চারটে কারণ দিয়েছি তা দূর করতে একজন পঞ্চায়েত সদস্য কিভাবে ভাবতে পারেন। যদি দেখা যায় যে এলাকায় মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হয়ে যাবার প্রবণতা বেশী, সেক্ষেত্রে (ক) এলাকায় প্রচার করে জনমত গড়ে তোলা যেতে পারে এবং (খ) চটজলদি ব্যবস্থা হিসেবে প্রশাসনের সাহায্যে কিছু এরকম ধরণের বিবাহ বন্ধ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আবার পরিবারের আর্থিক অসঙ্গতির ক্ষেত্রে ঐ পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন মজুরীভিত্তিক বা ব্যাঙ্কের ঋণভিত্তিক স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সঙ্গে যোগ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আবার তৃতীয় সমস্যা দূর করার জন্য এলাকাভিত্তিক আলোচনা করে স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীর সহায়তায় এবং এলাকার উদ্যোগে বিদ্যালয়ে শৌচাগার তৈরী করা যেতে পারে। চতুর্থ সমস্যার ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে এলাকায় জনমত তৈরী করার উদ্যোগ নিতে হবে। এখানে দুটো জিনিষ খুব পরিষ্কার। সমস্যার মূলে পৌঁছে সেই কারণটি কিভাবে দূর করা যায় তা ভাবতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে কাজে পরিণত করতে হবে। এই

সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে উপসমিতির অধিবেশনকে কাজে লাগাতে হবে, কাজে লাগাতে হবে পঞ্চায়েতের অন্য মিটিংগুলোকে। দরকার হলে এলাকার বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মানুষদের মিটিং-এ ডাকা যেতে পারে, ডাকা যেতে পারে নির্দিষ্ট আধিকারিকদেরও। এই মিটিংগুলো থেকে ইতিবাচক এবং অর্থবহ সিদ্ধান্ত বের করে নিয়ে এসে এলাকার মানুষদের সহায়তায় ও উদ্যোগে তা রূপায়িত করার চেষ্টা করতে হবে। কেবলমাত্র সিদ্ধান্ত নিলেই যেমন কাজ শেষ হচ্ছে না; তেমনি সিদ্ধান্ত রূপায়ন করে তার মন্দ-ভালো নিয়ে আলোচনা যতক্ষণ না করে বিষয়টি থেকে শিক্ষা নিচ্ছি ততক্ষণ কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হচ্ছে না।

স্বনির্ভর দল: - গ্রামের মেয়েদের স্বনির্ভর দলকে এখন ভাবা হচ্ছে গ্রামীণ উন্নতির প্রধান হাতিয়ার। স্বনির্ভর দল কিন্তু সরকারী কোন প্রকল্প নয়। এটি হলো এমন একটি মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে গরীব মানুষ বিশেষতঃ মেয়েরা নিজেদের কথা বলবার, মতামত দেবার সুযোগ পায়। কেন দল করতে হবে? দল করতে হবে কেননা সব মেয়েদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা আর শক্তিকে একত্র করতে পারলে মেয়েদের পরিবর্তন মেয়েরা প্রথমেই আনতে পারবে - আর সেই সঙ্গে ঘটবে সামাজিক পরিবর্তন।

স্বনির্ভর দল গঠনে/ তদারকীতে উপসমিতির নির্দিষ্ট কাজ: -

(১) সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্য বিশেষ করে এই উপসমিতির সদস্যরা এলাকায় আলোচনা করে স্বনির্ভর দলের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মেয়েদের অবহিত করবেন।

(২) কোন রকম টাকা পাবার আশা নিয়ে দল গঠন করতে যাবেন না।

(৩) পঞ্চায়েত গ্রামের উন্নয়নের কাজে মহিলা দলগুলির সঙ্গে আলোচনা যাতে করে সে দিকে লক্ষ্য রাখুন।

(৪) এলাকায় অন্যান্য প্রকল্প রূপায়ণ এবং তদারকীর কাজ দলগুলিকে দেওয়া যেতে পারে।

(৫) পঞ্চায়েতের নিজস্ব জমি, পতিত জায়গা, মেয়েদের স্বনির্ভর দলকে ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া।

(৬) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির অবস্থা কেমন, কেমনভাবে তা চলছে এই দেখাশোনার কাজে দলগুলিকে ব্যবহার করা।

(৭) গর্ভবতী মা ও শিশুদের জন্য ঠিকমতো পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে এই দলগুলিকে ব্যবহার করা।

এখানে আমরা কিছু ইঙ্গিত দেবার মাত্র চেষ্টা করেছি। এছাড়াও উপসমিতি আরো নানাভাবে এলাকার উন্নয়নে অর্থবহ ভূমিকার কথা ভাবতে পারে।

অন্যান্য ক্ষেত্র: - আমরা এখানে নারীদের অবস্থান এবং অবস্থা বদলানোর ক্ষেত্রে কিছু বিশদে আলোচনা করেছি। এরকমভাবেই উপসমিতির অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করব তা ভাবা যেতে পারে। খুব ছোট করে যদি দেখি তাহলে

(১) সমাজকল্যাণ দপ্তরের যেসব প্রকল্পগুলি রয়েছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। এজন্য ব্লকের সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে ডেকে তার সঙ্গে উপসমিতির সদস্যরা বসে নিতে পারেন।

(২) যে সব প্রকল্পগুলিতে ভাতা প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেই প্রকল্পগুলিতে আগে থেকে সঠিকভাবে উপভোক্তা বাছাই করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে সবচেয়ে বেশী দরকার যাঁর তিনিই যেন প্রকল্পের সুযোগ পান - এবং এ নাম বাছায় সংসদ অধিবেশনের কোন বিকল্প নেই।

(৩) শিশুদের যে সব পরিষেবাগুলি রয়েছে সেগুলো যেতে যথাবিহিতভাবে ব্যবহার করা যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য পঞ্চায়েত কী কী কাজ অবশ্যই করবে।

কাজ	ফলাফল
❖ গ্রামের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রূপায়ণ ও তদারকির কাজে মহিলাদের এ কাজের সঙ্গে যুক্ত করা।	❖ মহিলাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা, সমস্যা এবং প্রয়োজনের কথা পরিকল্পনা সময় থেকেই জানা যাবে, ❖ পরিকল্পনায় চিন্তাভাবনাকে ঢোকানো যাবে, ❖ শুরু থেকে মহিলাদের যুক্ত থাকলে পরবর্তীকালে তারা কাজকর্ম তদারকিতে উৎসাহ পাবেন।
❖ চাষের নানা কাজ, পশুপালন কুটীর শিল্পের কাজ, জল সংগ্রহ, জ্বালানী জোগাড় ইত্যাদি যেসব কাজ গ্রামের মেয়েদেরই করতে হয় বা দেখাশোনা করতে হয়, সেসব ব্যাপারে গ্রামে কোন উদ্যোগ নেওয়া হলে সর্বদাই মহিলাদের সঙ্গ আলোতনা করা এবং তাদের মতামত অনুযায়ী কাজে হাত দেওয়া।	❖ কী কী ধরণের উদ্যোগ নেওয়া উচিত তা এলাকার মহিলারা অনেক ভালোভাবে বলতে পারবেন, ❖ কীভাবে কাজটি করলে ঐ এলাকার মহিলারা উপকৃত হবেন তা মহিলাদের মতামত নিলে তবেই জানা যাবে, এবাবে উদ্যেগ নিলে এলাকার মহিলাদের কাজে সত্যিই উপকার বা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যাবে এবং তাতে তাদের লাভও হবে।
❖ পাড়ায় পাড়ায় মহিলাদের ছোট ছোট স্বনির্ভর দলে সংগঠিত হতে উৎসাহ দেওয়া।	❖ দল সংগঠিত হলে মহিলারা শক্তি ও সাহস পাবেন, কাজ করতে ঝুঁকি নিতে পারবেন, যৌথভাবে সঞ্চয় করে পুঁজি জোগাড় করতে পারবেন।
❖ ভিটে সংলগ্ন জমিতে সব্জি চাষ, ফল গাছ ও ভেষজ গুণ সম্পন্ন গাছ লাগাতে উৎসাহ দেওয়া।	❖ পরিবার সদস্যদের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের মহিলারা পুষ্টির চাহিদা মিটবে, বাড়তি রোজগার হবে। ❖ বাগান পরিচর্যার কৌশল মোটামুটি মহিলাদের আয়ত্তের মধ্যে আছে। ❖ প্রাথমিক স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ ও ঘরোয়া চিকিৎসা নিজেরাই করতে পারবে।
❖ প্রতিটি পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার তৈরিতে এবং রান্নাঘরে ধোঁয়াহীন চুল্লী ব্যবহার করতে উৎসাহ দিতে হবে।	❖ পরিবারের মহিলারা প্রত্যক্ষভাবে উপকার পাবেন। ❖ রোগ অসুখের হাত থেকে রক্ষা পাবেন।
❖ পতিত জমিতে জ্বালানীর জন্য গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া।	❖ জ্বালানীর প্রয়োজন মিটলে সরাসরি মহিলাদের উপকার হবে।
❖ মহিলাদের বিশেষতঃ কিশোরী মেয়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে নিয়মিত শিবির আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া।	❖ মহিলাদের নিজস্ব স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাবেন। ❖ চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা জানতে পারবেন। ❖ কিশোরী বয়স থেকেই মেয়েরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হবেন। ❖ রোগ ভোগের আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবেন। ❖ গর্ভবতী মা ও শিশুদের ঠিকমতো পরিচর্যা হবে।

❖ প্রতিটি পরিবার সব ঋতুতে নিরাপদ পানীয় জল পাচ্ছে কিনা তা তদারকি করা এবং প্রয়োজনে উদ্যোগ নেওয়া।	❖ জল সংগ্রহের কাজ মহিলারাই করেন তাই এব্যাপারে উদ্যোগ নিলে মহিলারাই উপকৃত হবেন বেশী, অন্যদিকে রোগ অসুখ কমবে তদারকির কাজে মহিলাদের সঙ্গে নিলে কাজও ভালো হবে।
❖ গ্রামে মহিলাদের ওপর অযথা অত্যাচার হচ্ছে কিনা কিংবা অন্যায়ভাবে মহিলাদের নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা এব্যাপারে নজর রাখা, তদারকি করা, তদারকির কাজে স্বনির্ভর দলকে যুক্ত করা।	❖ অন্যায় অত্যাচার কমানো বা বন্ধ করা সম্ভব হবে, দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের অন্যায়ভাবে অর্থের লোভ দেখিয়ে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তাদের আর্থিক সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পদক্ষেপ নেওয়া যাবে। ❖ বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে মহিলাদের এবং সমাজকে বাঁচানো সম্ভবপর হবে।
❖ জমির ওপর মহিলাদের অধিকার রক্ষা করতে হবে এবং যৌথ পাট্টার বন্দোবস্ত করা।	❖ মহিলাদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা বাড়বে, সামাজিক মর্যাদা বাড়ানো যাবে।

আসলে সরকারী/অসরকারী পরিষেবা বা প্রকল্প কিন্তু অনেক রয়েছে। আমরা অনেকেই তা জানিনা বা খোঁজ রাখিনা। উপসমিতির প্রধান কাজ হবে:-

(১) সরকারী পরিষেবা /অসরকারী সাহায্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকে এলাকার নারী ও শিশুদের চাহিদার সঙ্গে তাকে যোগ করা।

(২) এটা ঠিক যে কেবলমাত্র সরকারী কর্মসূচী দিয়ে সব চাহিদা পূরণ করা যাবে না - তাই দরকার স্থানীয়
উদ্যোগ।

(৩) এই উদ্যোগ কে সঠিক পথে চালিত করতে গেলে এবং এলাকার চাহিদা সম্পর্কে জানতে হলে নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করার ওপর জোর দিতে হবে এবং

(৪) খেয়াল রাখতে হবে কর্মসূচীর জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য কর্মসূচী। কর্মসূচীর রূপায়ণের চেয়ে জরুরী মানুষের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কর্মসূচী রূপায়ন আর এটাই হবে উপসমিতির লক্ষ্য।

৫) গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য স্থায়ী সমিতি যে প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করে সেই কর্মসূচিতে নারী ও শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট চক্রায়ণ ঠিকমত হচ্ছে কিনা তাও এই সামাজিক পর্য্যালোচনা করতে হবে ও দরকার হলে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।